পাট ও পাট জাতীয় ফসল চাষে প্রতি পক্ষে (১৬ - ৩১ আগস্ট, ০১ -১৬ ভাদ্র) পর্যন্ত সময়ে করণীয় সম্পর্কিত তথ্য

সময় মত পাট ও পাট জাতীয় ফসলের বীজ বপন করুন-

- সারিতে তোষা পাট ও মেস্তা বীজ বপন করুন। এতে আন্তপরিচর্যা যেমন- আগাছা দমন, গাছ পাতলা করন, সার প্রয়োগ, পোকা মাকড়, রোগ বালাই দমন ইত্যাদি কাজ সহজে করা যাবে।
- যারা শ্রাবণ মাসে ফাল্গুনী তোষার বীজ ফসল বপন শেষ করতে পারেননি তারা ভাদ্র মাসের মধ্যে বপন শেষ করুন। সহজে পানি বেড়িয়ে যায় এরুপ মোটামুটি উঁচু জমিতে জো বুঝে ভালভাবে জমি তৈরী করুন।
- সারিতে বপন করলে প্রতি হেক্টরে ২.৫ কেজি আর ছিটিয়ে বপন করলে প্রতি হেক্টরে ৪ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে।
- এ সময় মাটিতে পর্যাপ্ত জৈব সার ও রস থাকা দরকার। মাটিতে রসের অভাব থাকলে সেচের ব্যবস্হা করা উচিত।

পাট ও পাট জাতীয় ফসলের চারা গাছের যত্ন নিন-

- প্রথম অবস্থায় চারা পাট গাছ খুবই দূর্বল থাকে। যাতে চারা ভালভাবে বাড়তে পারে তার জন্য পাট ক্ষেতে আচড়া দিয়ে মাটি ভেঙ্গে নিন।
- পাট ক্ষেতে নিড়ি দিন। পাট ক্ষেতে নিড়ানী যন্ত্রের সাহায্যে নিড়ি দিয়ে আগাছা তুলে ফেলুন। এতে আগাছা দমনের খরচ অনেকাংশে কমে যাবে। প্রয়োজনমত গাছ রেখে বাকী গাছ নিড়ানী দিয়ে উপড়ে ফেলুন।
- পাটের জমিতে গাছের বয়স যখন ১৫ থেকে ২০ দিন হয় অথবা পাটের চারা গাছ গুলির যখন দুই তিনটি পাতা হয় তখন পাটের জমিতে পাটের চারার গোড়ার মাটিতে আগাছার উপর আগাছা নাশক স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।
- পাটের জমিতে আগাছা দমনের জন্য বিভিন্ন প্রকার আগাছা নাশকের ব্যবহার করা যায়। এ আগাছা নাশকের মধ্যে নিম্নলিখিত রাসায়নিক গুলি কৃষক পর্যায়ে ব্যবহার শুরু হয়েছে। রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে ফেনোক্সিপ্রো-পি-ইথাইল (উইপ সুপার-৬৫০এমএল/হে., রিকভার ৯ইসি এমএল/হে., ইউনিটপ ৯ইসি এমএল/হে. ইত্যাদি), মেটামিফপ (পাইজের১০ইসি এমএল/হে.) এবং কুইজালোফপ-পি-ইথাইল টেগরা সুপার ৫০ইসি ৬৫০এমএল/হে., উইডনিল ৫ইসি ৬৫০এমএল/হে., ইরেজার ৫ইসি ৬৫০ এমএল/হে. ইত্যাদি) এই তিন প্রকারের আগাছা নাশক বর্তমানে পাটের জমিতে ব্যবহার হচ্ছে। ফেনোক্সিপ্রো-পি-ইথাইল এবং কুইজালোফপ-পি-ইথাইল এই গুলির প্রয়োগে শ্যামা, ক্ষুদেশ্যামা, আঙ্গুলি ও গিটলা ঘাস দমন করা যায়।
- অপর একটি রাসায়নিক আগাছা নাশক ইথোক্সি সালফিউরান (২০০ গ্রাম/হেক্টর) (যেমন-সানরাইজ-১৫০ডব্লউজি) এর মাধ্যমে পাটক্ষেতের মুথা (ভাদাইল) আগাছা দমনে বর্তমানে পাটের জমিতে ব্যবহার হচ্ছে।

পাট ও পাট জাতীয় ফসল চাষে প্রতি পক্ষে (০১-৩০ সেপ্টেম্বর, ১৬ ভাদ্র-১৫ আশ্বিন) পর্যন্ত সময়ে করণীয় সম্পর্কিত তথ্য

পাট ও পাট জাতীয় ফসলের ক্ষেতে উপরি সার প্রয়োগ করুন-

- পাট বীজ বপনের ৪০-৪৫ দিনের মাথায় প্রথম পরিমিত উপরি ইউরিয়া সার দিন এবং প্রয়োজন মত জমিতে হাল্কা সেচ দিন।
- বীজ বপনের ৬-৭ সপ্তাহ পরে জমি নিড়ানী দিয়ে আগাছা মুক্ত করে ফাল্গুনি তোষার জন্য হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি, ওএম-১ জাতের জন্য ৮৮.৫ কেজি, বিজেআরআই তোষা পাট-৪ (ও-৭২), বিজেআরআই তোষা পাট-৫ (ও-৭৯৫) জাতের জন্য ৬০-৬২ কেজি, মেস্তা এইচএস-২৪ জাতের জন্য ৫৫ কেজি এবং কেনাফ এইচসি-৯৫ জাতের জন্য ৬৬ কেজি ইউরিয়া সার কিছু পরিমাণ শুকনা মাটির সাথে মিশিয়ে জমিতে ছিটিয়ে উপরি প্রয়োগ করে নিড়ানীর সাহায্যে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।
- এ পর্যায়ে সার প্রয়োগের সময় জমিতে যেন যথেষ্ট পরিমাণে রস থাকে এবং সার যাতে গাছের কচিপাতা এবং ডগায় না লাগে সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন।

পাট ও পাট জাতীয় ফসলের ক্ষেতে সেচ ও নিকাশ করুন-

- আবার কোথাও পানি দাঁড়ালে নালা করে পানি সরিয়ে দিন। কারন চারাগাছ পানি সহ্য করতে পারে না।

পাট ও পাট জাতীয় ফসলের ক্ষেতে উপরি সার প্রয়োগ করুন-

- পাট বীজ বপনের ৪০-৪৫ দিনের মাথায় প্রথম পরিমিত উপরি ইউরিয়া সার দিন এবং প্রয়োজন মত জমিতে হাল্কা সেচ দিন।

- বীজ বপনের ৬-৭ সপ্তাহ পরে জমি নিড়ানী দিয়ে আগাছা মুক্ত করে ফাল্গুনি তোষার জন্য হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি, ওএম-১ জাতের জন্য ৮৮.৫ কেজি, বিজেআরআই তোষা পাট-৪ (ও-৭২), বিজেআরআই তোষা পাট-৫ (ও-৭৯৫) জাতের জন্য ৬০-৬২ কেজি, মেস্তা এইচএস-২৪ জাতের জন্য ৫৫ কেজি এবং কেনাফ এইচসি-৯৫ জাতের জন্য ৬৬ কেজি ইউরিয়া সার কিছু পরিমাণ শুকনা মাটির সাথে মিশিয়ে জমিতে ছিটিয়ে উপরি প্রয়োগ করে নিড়ানীর সাহায্যে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।
- এ পর্যায়ে সার প্রয়োগের সময় জমিতে যেন যথেষ্ট পরিমাণে রস থাকে এবং সার যাতে গাছের কচিপাতা এবং ডগায় না লাগে সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন।
- চারা গজানোর ১৫ থেকে ২০ দিন পর পুনরায় প্রতি হেক্টরে ৭৪ কেজি ইউরিয়া ছিটিয়ে দিন। চারা গজানোর ৩০-৩৫ দিন পর আরও একবার প্রতি হেক্টরে ৭৪ কেজি ইউরিয়া ছিটিয়ে দিতে হবে।

পাট ও পাট জাতীয় ফসল চাষে প্রতি পক্ষে (০১ -৩১ অক্টোবর, ১৬ আশ্বিন - ১৫ কার্তিক) পর্যন্ত সময়ে করণীয় সম্পর্কিত তথ্য

পাট ও পাট জাতীয় ফসলের ক্ষেতে সেচ ও নিকাশ কর ন-

- আবার কোথাও পানি দাঁড়ালে নালা করে পানি সরিয়ে দিন। কারন পাট বীজ ফসল পানি সহ্য করতে পারে না।

পাট ও পাট জাতীয় ফসলের চারা গাছের যত্ন নিন-

- নাবী পাট বীজ ফসলে সাদা মাকড়ের আক্রমণের সম্ভাবনা খুব বেশী। মাকড় আক্রান্ত গাছে কেলথেন অথবা টর্ক (১.৫ সিসি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে) বা থায়োভিট (৩ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে) এর যে কোন একটি পরপর দুইদিন গাছের ডগায় এবং আক্রান্ত পাতায় ভালভাবে ছিটিয়ে সম্পূর্ণ পাতা ভিজিয়ে দিন।
- পাট বীজ ক্ষেতে শুধু নিরোগ গাছ রাখবেন। পাটের হলদে সবুজ পাতা বা ক্লোরোসিস রোগ এক প্রকার ভাইরাস দ্বারা বিস্তার লাভ করে।
- আক্রান্ত গাছের বীজের মারফত রোগাক্রান্ত গাছের পরাগের সাহায্যে এবং হোয়াইট ফ্লাই দ্বারা এ রোগ ছড়ায়। আক্রান্ত গাছ দেখা মাত্র তুলে ফেলুন। রোগ দেখা দিলে গাছে ডাইথেন এম-৪৫ (১৮.৫ গ্রাম প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) পরপর দুইদিন অন্তর ২ বার ছিটিয়ে দিন।

বীজ ফসলের আন্ড়ঃপরিচর্যা

- মাঝে মাঝে আঁচড়া বা নিড়ি দিয়ে মাটি ঝুর ঝুরে করে দিতে হবে।
- লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জমির মাটি বসে না যায় অর্থাৎ জমাট বেঁধে না যায়।
- মাটি জমাট বেঁধে গেলে নিড়ি দিয়ে ঝুরঝরে করে দিতে হবে জমির উপরিভাগে মাটি ঝুরঝুরে করে দিলে মাটিতে দীর্ঘ দিন রস জমা থাকে এবং ফসল কাটা পর্যন্ত রসের অভাব হয়না।
- এতে গাছের বৃদ্ধিও স্বাভাবিক হয়।
- দ্বিতীয় কিস্তির সার প্রয়োগের ২/১ দিন পূর্বে আর এক দফা নিড়ি দিয়ে আগাছা পরিস্কার করতে হবে।
- শেষ বা তৃতীয় কিস্তির সার প্রয়োগের পূর্বে আর এক দফা নিড়ি দিয়ে আগাছা পরিস্কার করতে হবে।

পাট ও পাট জাতীয় ফসল চাষে প্রতি পক্ষে (০১-১৫ নভেম্বর, ১৬-৩০ কার্তিক) পর্যন্ত সময়ে করণীয় সম্পর্কিত তথ্য

রোগ ও পোকা-মাকড় দমন

- গাছে কান্ড ও গোড়া পঁচা রোগ দেখা দিলে ডাইথেন এম-৪৫, পাঁচ লিটার পানির সাথে ১০ গ্রাম মিশিয়ে প্রতি শতাংশ জমিতে দুইদিন পর পর অন্তত ২ বার ছিটিয়ে দিতে হবে।
- মাঝে মাঝে মাঠ পরিদর্শন করে রোগাক্রান্ত, পাতায় হলদে ছিটে পড়া বা মরা গাছ টান দিয়ে শিকড়সহ উঠিয়ে আগুনে পুড়িয়ে বা বেশ দুরে কোথাও মাটিতে পুতে ফেলতে হবে।
- রোগাক্রান্ত গাছ থেকে কখনই বীজ সংগহ করা উচিত নয়। মনে রাখবেন, একটি রোগাক্রান্ত গাছের বীজ আগামী মৌসুমে আপনার সম্পূর্ণ ক্ষেতের ফসল ধ্বংস করে দিতে পারে।
- নাবী পাট বীজ ফসলে সাধারণত হলদে মাকড় ও চেলে পোকার আক্রমণ হয়ে থাকে।

- হলুদে মাকড়ের আক্রমণের শুরুতে নিম পাতার নির্যাস (১ ভাগ কাচা নিম পাতা কিছুটা ছেচে নিয়ে ১০ ভাগ গরম পানিতে কিছুক্ষণ রেখে ছেকে ঠান্ডা করে নিলে নির্যাস পাওয়া যাবে) স্প্রে করলে এবং চেলে পোকার আক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় (ডগা আক্রান্ত) আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।
- সুস্হ ও নিরোগ বীজ বপন করলে এবং জমি পরিস্কার রাখলে জমিতে রোগবালাই কম হবে।
- পোকামাকড় ও রোগের আক্রমণ ব্যাপক আকারে দেখা দিলে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর সাথে যোগাযোগ করে উপযুক্ত ঔষধ ছিটানোর ব্যবস্হা করা প্রয়োজন।
- নাবী পাট বীজ ফসলে সাদা মাকড়ের আক্রমণের সম্ভাবনা খুব বেশী। মাকড় আক্রান্ত গাছে কেলথেন অথবা টর্ক (১.৫ সিসি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে) বা থায়োভিট (৩ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে) এর যে কোন একটি পরপর দুইদিন গাছের ডগায় এবং আক্রান্ত পাতায় ভালভাবে ছিটিয়ে সম্পূর্ণ পাতা ভিজিয়ে দিন।
- পাট বীজ ক্ষেতে শুধু নিরোগ গাছ রাখবেন। পাটের হলদে সবুজ পাতা বা ক্লোরোসিস রোগ এক প্রকার ভাইরাস দ্বারা বিস্তার লাভ করে।
- আক্রান্ত গাছের বীজের মারফত রোগাক্রান্ত গাছের পরাগের সাহায্যে এবং হোয়াইট ফ্লাই দ্বারা এ রোগ ছড়ায়। আক্রান্ত গাছ দেখা মাত্র তুলে ফেলুন।
- রোগ দেখা দিলে গাছে ডাইথেন এম-৪৫ (১৮.৫ গ্রাম প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) পরপর দুইদিন অন্তর ২ বার ছিটিয়ে দিন।

পাট ও পাট জাতীয় ফসল চাষে প্রতি পক্ষে (১৬ নভেম্বর- ১৫ ডিসেম্বর, ০১- ৩০ অগ্রাহায়ন) পর্যন্ত সময়ে করণীয় সম্পর্কিত তথ্য

অবাঞ্চিত গাছ

- আবাঞ্চিত গাছ বাছাই হচেছ রোগবালাইযুক্ত বা অন্য জাতের বা অন্য কোন কারণে সন্দেহযুসক্ত গাছ জমি থেকে তুলে ফেলা।
- চারা অবস্থা থেকে ফসল কাটার পূর্ব পর্যন্ত জমিতে যখনই কোন রোগাক্রান্ত বা সন্দেহযুক্ত গাছ চোখে পড়বে তখনই সেগুলো তুলে ফেলে দিতে হবে।
- এভাবে গাছ তুলে ফেলার ফলে ফসলের কোন ক্ষতি হয় না বরং বীজ ফসলের মান উন্নত হয়।

বীজ সংগ্রহ

- পাট বীজ ফসলের শতকরা ৭০-৮০ ভাগ ফল বাদামী রং ধারণ করথে গাছের গোড়া সমেত কেটে ফসল সংগ্রহ করতে হবে।
- দেশী ও তোষা উভয় জাতেরই গাছের ৫০% ফল অথবা জমির ৫০% গাছের ফল (ফাল্গুনী তোষার ক্ষেত্রে ৮০%) বাদামী রং ধারন করলে গাছ কেটে বীজ শুকাতে দিন।
- পাট বীজ ফসল অতিরিক্ত পাকলে বিশেষ করে তোষা ফল ফেটে বীজ ঝরে যায় আর কম পাকলে বীজ গিটা হবার আশচকা থাকে। লক্ষ্য রাখতে হবে, জমির এক এক অংশের রসের উপর নির্ভর করে গাছের ফলের পাকার সময়ও ভিন্ন হয়ে যায়। এটা জাতের চেয়ে জমির অবস্হার উপর অধিক নির্ভরশীল।
- সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে একাধিকবার ফসল সংগ্রহ করলে সকল বীজই ভাল পাওয়া যায়।
- পাট বীজ ফসল কাটার জন্য রৌদ্রোজ্জল দিন বেছে দিতে হবে।
- মেঘলা দিনে পাট বীজ ফসল না কাটাই উত্তম।
- ফলসহ গাছ সংগ্রহের পর গাছ বা ডগা ২/৩ দিন শুকিয়ে বীজ মাড়াই করতে হবে।
- প্রতিদিন শুকানোর শেষে গাছগুলো ঠান্ডা হলে পলিথিন বা কোন আবরণ দিয়ে রাতের কুয়াশা বা বৃষ্টি থেকে গাছগুলোকে ঢেকে রাখতে হবে।

বীজ শুকানো

- রোগাক্রান্ত ও ক্ষতযুক্ত ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করবেন না। স্যাঁতসেতে মেঘলা আবহাওয়ার মধ্যে বীজ পাট কাটবেন না। মাড়াই ঝাড়াই এর পর বীজ অবশ্যই উত্তমরুপে শুকাতে হবে। যেহেতু শীতকাল, রোদের তাপ এবং দিনের দৈর্ঘ্যও কম থাকে, তাই কমপক্ষে ৫ দিন এবং প্রয়োজনে ৬-৭ দিন মাড়াই করা বীজ শুকাতে হবে।
- মাটির উপর বীজ শুকাতে নেই। পাকা মেঝে কিংবা প্লাষ্টিক সীটের উপর বীজ শুকানো যেতে পারে।
- শুকানো বীজ টিনের পাত্র অথবা টিনের পাত্র না থাকলে মোটা পলিথিন ব্যাগে শক্তভাবে মুখ বন্ধ করে (যেন কোনভাবেই বাহিরের বাতাস বীজের সংস্পর্শে আসতে না পারে) গুদামজাত করুন।
- গুদামজাত বীজ মাঝে মাঝে কড়া রোদে শুকাবেন।

- ভালভাবে গোবর দিয়ে লেপা শুকনো উঠান বা সিমেন্টের মেঝের উপর পাটের চট/ত্রিপল বিছিয়ে তার উপর বীজ শুকানো ভাল।
- পাট বীজ খুব ছোট বিধায় সরাসরি সিমেন্টের মেঝের উপর শুকালে বীজের ভ্রুণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে।
- বীজ ভালভাবে শুকিয়েছে কিনা উহা পরীক্ষার জন্য বীজ দাঁত দিয়ে চাপ দিলে যদি কট করে শব্দ হয় তবে বুঝতে হবে বীজ ভালভাবে শুকিয়েছে।
- শুকানোর পর (৮-১০% আর্দ্রতায়) বীজ ভালভাবে ঝাড়াই বাছাই করে সংরক্ষণ করতে হবে।

পাট ও পাট জাতীয় ফসল চাষে প্রতি পক্ষে (১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৫ জানুয়ারী, ০১ পৌষ-১৫ মাঘ) সময়ে করণীয় সম্পর্কিত তথ্য

বীজ সংরক্ষণ

- পর্যাপ্ত শুকানো বীজ ঠান্ডা কর প্লাস্টিকের ক্যান, টিন ইত্যাদিতে ভবে মুখ ভালভাবে বন্ধ করে ঘরেরর মধ্যে (ঠান্ডা স্থানে) সংক্ষরণ করলে বহু দিন ঐ বীজ ভাল থাকে মাটির কলসী, হাড়ি বা মটকায় বীজ রাখলে বেশী দিন বীজ ভাল থাকে না।
- কোন উপায় না থাকলে মাটির পাত্রে বীজ রাখার পুর্বে পূরূ পলিথিন দিয়ে ভালভাবে ঐ পাত্র মুড়ে নিয়ে বা আলকাতরা অথবা রচয়ের প্রলেপ দিয়ে বীজ রাখলে বেশ কিছুদিন বীজ ভাল থাকে।
- তবে মুখবন্ধ প্লাস্টিকের ক্যান বা টিনই উত্তম।
- বীজের পরিমাণ বেশী হলে প্লাস্টিক বা টিনের ড্রামে রাখা যেতে পারে।
- পর্যাপ্ত শুকানার বীজ ঠান্ডা কর প্লাস্টিকের ক্যান, টিন ইত্যাদিতে ভরে মুখ ভালভাবে বন্ধ করে ঘরেরর মধ্যে (ঠান্ডা স্থানে) সংক্ষরণ করলে বহু দিন ঐ বীজ ভাল থাকে মাটির কলসী, হাড়ি বা মটকায় বীজ রাখলে অধিক নদিন বীজ ভাল থাকে না।
- কোন উপয় না থাকলে মাটির পাত্রে বীজ রাখার পুর্বে পুরু পলিথিন দিয়ে ভালভাবে ঐ পাত্র মুড়ে নিয়ে বা আলকাতরা অথবা রচয়ের প্রলেপ দিয়ে বীজ রাখলে বেশ কিছুদিন বীজ ভাল থাকে।
- তবে মুখবন্ধ প্লাস্টিকের ক্যান বা টিনই উত্তম। বীজের পরিমাণ বেশী হলে প্লাস্টিক বা টিনের ড্রামে রাখা যেতে পারে।

ফলন

- জাত ও জমি ভেদে এ পদ্ধতিতে তোষা পাটের বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে একরে ৩০০ থেকে ৪০০ কেজি উন্নমানের বীজ পাওয়া যায়।